দৈনিক সংবাদ

তারিখ 09 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

ওরা কেউ স্কুলে যায় না

নীলফামারী, ৮ই ডিসেম্বর (জেলা বার্তা পরিবেশক)।– নীলফামারী সদর থানার চাপড়া সরনজামি ইউনিয়নের পশ্চিম গাংচেড় পাড়ার মাজেদুল, জিয়াউল, মাহবুব, ফারুক, মানিক ও বাচ্চামাই। এদের সবার বয়সই ৬ বছরের ওপরে। কিন্তু কেউ বিদ্যালয়ে যায় না এবং এদের বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কেউ কোনদিন বলেনওনি।

সদর এই থানার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এ বছর থেকে (১৯৯২ সাল)। সে মোতাবেক যেসব শিশুর বয়স ৬ বছরের ওপরে তাদের সকলেই বিদ্যালয়ে যাওয়ার কথা। এমনকি উল্লেখযোগ্য কোন কারণ না থাকলে এ জন্য শাস্তির বিধান করা হয়েছে; কিন্তু কোন বিধান রক্ষা করা হয়নি এই এলাকায়।

শিশুদের এই ছবিটি নেয়া হয়েছে চলতি মাসের (ডিসেম্বর) প্রথম সপ্তাহে তাদেরই গ্রাম থেকে।

নীলফামারী ঃ গাংবেড় পাড়ার মাজেদুল, জিয়াউল, মাহবুব, ফারুক, মানিক ও বাচ্চামাই—এরা কেউ বিদ্যালয়ে যায় না। —সংবাদ

মালসন ও পোঁওতা স্কুলের হাল

নওগাঁ, ৮ই ডিসেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– সান্তাহার পৌরসভার মালসন ও পোঁওতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ২টি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থারই এক চিত্র। ভাঙ্গা ও ফটো ছাদ, ছাউনি, খুপড়ি ঘর। ওপরে তাকালেই আকাশ পর্যন্ত দেখা যায়। মেঘ দেখলেই ছুটি দিতে হয়। তবু দীর্ঘদিনেও এসবের সংস্কার বা পুনঃনির্মাণের কাজ হচ্ছে না। অভিভাকরা তাদের ছেলে মেয়েদের সরিয়ে নিচ্ছে অন্য স্কুলে।

পাকিস্তান আমলেরও আগে স্থানীয় জনসাধারণের গড়া এসব স্কুলের তেমন কোন সংস্কার কাজ হয়নি।

এ ২টি বিদ্যালয়ের মধ্যে পোঁওতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সান্তাহার পৌরসভার উত্তর মেরুতে আর মালসন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি দক্ষিণ মেরুতেঅবস্থিত।

মালসন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩ শতাধিক ছাত্র–ছাত্রী ছিল। এখন সেখানে ২শ' ছাত্র–ছাত্রীও উপস্থিত পাওয়া যাচ্ছে না।

কয়েক বছর আগে ছাদবিহীন ৩ কুঠরীবিশিষ্ট একটি ঘর তোলা হয়েছে। এর ১টি শিক্ষকরা ব্যবহার করেন। ২টিতে ছাত্র–ছাত্রীদের ক্লাসের কাজ চলে। ছাদহীন ওই ঘরে নামমাত্র টিনের ছাউনি দেয়া। বৃষ্টি এলেই সারা ঘর ও বারান্দায় দরদর করে বৃষ্টি পড়ে।

পোঁওতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অর্ধ–শতাব্দীকালের পুরোন। গ্রামবাসীদের হাতে গড়া এ স্কুল ভবনের ইঁট–সুরকি এখন খসে পড়ে যাচ্ছে। প্রতিকার নেই। বহু লেখালেখি ও পরিদর্শন কাজও হয়েছে; কিন্তু ব্যবস্থা নেয়নি কেউই। ঘরের ছাদে মারাত্মক ও অবিশ্বাস্য রকম ভাঙ্গন ধরেছে। কোথাও কোথাও দেবে গেছে। ঘরের ভেতর থেকে ঠেস দিয়ে ধরে রাখা হয়েছে ছাদ। যে কোন সময়ে দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা নিয়ে এখানে ক্লাসের কাজ চলে। ভয়ে ছাত্র–ছাত্রীরা স্কুলে আসে না। অভিভাবকরা ছাত্র–ছাত্রীদের অন্যত্র সরিয়ে নিচ্ছে।

কুমিল্লা ঃ দেশের অন্যান্য সদর থানার মত জেলার কোতোয়ালী থানাও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতাভুক্ত। এই থানার পৌর এলাকার একটি বিদ্যালয় চকবাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। জরাজীর্ণ দেয়াল। টিনের চালের স্থানে স্থানে ফুটো। জরাজীর্ণ আসবাবপত্র। ভাঙ্গা চাল দিয়ে ঝরে বৃষ্টির পানি। আর এর মধ্যেই পাঠদান চলে শিক্ষার্থীদের। —সংবাদ

নওগাঁ ঃ মালসন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস করছে মাটিতে বসে। —সংবাদ